দৈনিক ইত্তেফাক

APR. 20 2002

নিয়মিত ক্লাস চলা চাই

আমরা কক্সবাজার জেলার চকরিয়া থানার চকরিয়া সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র। প্রায় ৫/৬ বছর আগে স্কুলটি কক্সবাজার জেলার অন্যতম সেরা স্কুল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় স্কুলটির বর্তমান অবস্থা খুবই খারাপ। শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছে মোট ১০ জন, স্কুলের মোট ছাত্র রয়েছে ৩০০ (প্রায়)। সারা বছরে ক্লাস হয় ৫ কি ৬ মাস। বাকী ছয় মাস রমযান, গ্রীষ্মকালীন অবকাশ, শীতকালীন অবকাশ দুর্গাপূজা, এস.এস.সি পরীক্ষা ইত্যাদি ছাড়াও ছোট-খাটো বন্ধ দিয়ে ভরপুর থাকে। যে ৫/৬ মাস ক্লাস চলে তাও পুরাদমে চলে না, কখনও ক্লাস চলে ৫টি কিংবা ৭টি কিংবা ৪টি। কোন স্যার কোথাও Transfer হলে তার বদলে অন্য কোন শিক্ষক আসে না। যেমন, জনাব মাওলানা মাহমুদুর রহমান স্যার আমাদের ধর্মীয় শিক্ষক, ওনার ইন্তেকালের পর চার বছর ধরে এই স্কুলে কোন ধর্মীয় শিক্ষক নেই। তাছাড়া হাবিবুর রহমান স্যার ও স্যার নেপাল চন্দ্র সুনীল-এর অবসর গ্রহণের পর কোন শিক্ষক পাইনি আমরা। Science-এর স্যার ছিল ৩ জন। সেই তিন জন থেকে আবার অবসর নিল নেপাল স্যার। তিনি গেলেন ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। তিনি যাওয়ার পর থেকে রসায়ন, গণিত উচ্চতর গণিত ক্লাশগুলো হচ্ছে না। নবম-দশম শ্রেণীর গণিত ক্লাসটি জানুয়ারী থেকে এপ্রিল পর্যন্ত হাতেগোণা কয়েকদিন হয়েছে। কমার্সের শিক্ষক আছে একজন। তার পক্ষে নবম-দশম শ্রেণীর সকল ক্লাস নেয়া সত্যিই দুরূহ ব্যাপার। আমাদের স্কুলের কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষিকা আমাদের মঙ্গলের দিকে অগ্রসর করাতে কঠোর চেষ্টা করছেন। তবে কেউ কেউ বাধার সৃষ্টিও করছেন। গোটা বিষয়টার দিকে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক,
গ্রাম: চিরিঙ্গা, ডাকঘর: চিরিঙ্গা,
থানা: চকরিয়া,
জেলা: কক্সবাজার।